BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (4^{TH} VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : IJARA, HAWALA, JAMIN HOWA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْاِجَارَةِ

অধ্যায় ঃ ইজারা

١٤٠٠. بَابُ اِسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ وَالْخَازِنِ الْاَمِيْنِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ اَرَادَهُ

১৪০০. পরিচ্ছেদ ঃ সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ কারণ তোমার মজদুর হিসাবে উত্তম হলো সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (২৮ ঃ ২৬)। বিশ্বস্ত খাজাঞ্চি নিয়োগ করা এবং কোন পদপ্রার্থীকে উক্ত পদে নিয়োগ না করা।

٢١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

২১১৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.) .... আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমানতদার খাজাঞ্চি, যাকে কোন কিছু আদেশ করা হলে সন্তুষ্ট চিত্তে তা আদায় করে, সে হলো দানকারীদের একজন।

٢١١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

banglainternet.com

২১১৮ মুসাদ্দাদ (র.) ... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, আমার সঙ্গে আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক ছিল। তিনি বলেন আমি বললাম, আমি

জানতাম না যে, এরা কর্মপ্রার্থী হবে। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী হয়, আমরা আমাদের কাজে তাকে কখনো নিয়োজিত করি না অথবা বলেছেন কখনো করব না।

١٤٠١. بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

১৪০১ পরিচ্ছেদ ঃ কয়েক কীরাতের[১] বিনিময়ে বকরী চরানো

٢١١٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ نَعَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

২১১৯ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মক্কী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরী চরান নি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।

١٤٠٢. بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

১৪০২ পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে অথবা কোন মুসলমান পাওয়া না গেলে মুশরিকদেরকে মজদুর নিয়োগ করা। নবী ﷺ খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করেন।

٢١٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا، الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّاحِلِ

banglainternet.com

২১২০ ইবরাহীম মূসা (র.)...... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত (হিজরতের সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা.) বনূ দীল ও বনূ আব্দ ইব্ন আদী গোত্রের একজন অত্যন্ত হুশিয়ার ও অভিজ্ঞ

---

১. কীরাত-নিম্ন মানের আরবী মুদ্রা।

পথপ্রদর্শক মজদুর নিয়োগ করেন। এ লোকটি আস ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল আর সে কুরায়শী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা.)] তার উপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সাওয়ারী তাকে দিয়ে দিলেন এবং তিন রাত পর এগুলো সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসতে বলেন। সে তিন রাত পর সকালে তাদের সাওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে' আমির ইব্‌ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথপ্রদর্শক সে লোকটিও ছিল। সে তাঁদেরকে (সাগরের) উপকূলের পথ ধরে নিয়ে গেল।

١٤٠٣. بَابٌ اِذَا اِسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اَوْ بَعْدَ شَهْرٍ اَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِى اِشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ

১৪০৩, পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি এ শর্তে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে তিন দিন অথবা এক মাস অথবা এক বছর পর কাজ করে দেবে, তবে তা জায়িয। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন উভয়েই তাদের নির্ধারিত শর্তসমূহের উপর বহাল থাকবে।

٢١٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ

২১২১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.)..., নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত (হিজরতের ঘটনায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) বনূ দীল গোত্রের এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করেন। এ লোকটি কুরায়শী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা.)] নিজ নিজ সাওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা তাদের সাওয়ারী সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসবে।

١٤٠٤. بَابُ الْأَجِيْرِ فِى الْغَزْوِ

১৪০৪ পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ

banglainternet.com

٢١٢٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِيْ ، فَكَانَ لِي أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيْكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ * قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

২১২২ ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র.)......ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে জাইশুল উসরাত অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণায় এটাই ছিল আমার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমল। আমার একজন মজদুর ছিল। সে একজন লোকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের একজন আরেক জনের আংগুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে (বের করার জন্য)। সে আঙ্গুল টান দেয়। এতে তার (প্রতিপক্ষের) একটি সামনের দাঁত পড়ে যায়। তখন লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী ﷺ-এর নিকট গেল। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ)তার দাঁতের ক্ষতি পূরণের দাবী বাতিল করে দিলেন এবং বললেন সে কি তোমার মুখ তার আঙ্গুল ছেড়ে রাখবে, আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবুতে থাকবে? বর্ণনাকারী (ইয়া'লা রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন, যেমন উট চিবায়। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) তার দাদার সূত্রে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। এতে (লোকটি তার হাত বের করার জন্য সজোরে টান দিলে) তার (যে কামড় দিয়েছিল) সামনের দাঁত পড়ে যায়। আবূ বকর (রা)-এর কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বাতিল করে দেন।

١٤٠٥. بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ الْعَمَلَ، لِقَوْلِهِ : إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ، يَأْجُرُ فُلَانًا يُعْطِيْهِ أَجْرًا وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ أَجَرَكَ اللهُ

১৪০৫. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি মজদুর নিয়োগ করে সময়সীমা উল্লেখ করল, কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না (তবে তা জায়িয)। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন শুআইব (আ.) মূসা (আ)-কে বলেন, আমি আমার এ দু'টি মেয়ের মধ্যে একটিকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই........আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী। (সূরা কাসাস ঃ ২৭[১]) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন,) يأجر فلانا কথাটির অর্থ সে অমুককে মজুরী প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে সমবেদনা প্রকাশার্থে বলা হয়ে থাকে أَجَرَكَ اللهُ – আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিদান দিন।

banglainternet.com

১. এই আয়াতের চুক্তির সময়ের উল্লেখ আছে যে, কিন্তু কি কাজ তা উল্লেখ করা হয়নি।

١٤٠٦. بَابٌ اِذَا اسْتَاجَرَ اَجِيْرًا عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ حَائِطًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

১৪০৬. পরিচ্ছেদ ঃ পতনোন্মুখ কোন দেয়াল খাড়া করে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করা বৈধ।

٢١٢٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِى اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاْكُلُهُ

২১২৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা উভয়ে (খিযির ও মূসা আ.) চলতে লাগলেন সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। সাঈদ (র.) তার হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন এভাবে এবং (খিযির) উভয়ে হাত তুললেন এতে দেয়াল ঠিক হয়ে গেল। হাদীসের অপর বর্ণনাকারী ইয়ালা (র.) বলেন, আমার ধারণা যে সাঈদ (র.) বলেছেন, তিনি (খিযির) দেওয়ালটির উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে তা সোজা হয়ে গেল। মূসা আ. (খিযিরকে) বলেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। সাঈদ (র.) বর্ণনা করেন যে, এমন পারিশ্রমিক নিতে পারতেন যা দিয়ে আপনার আহার চলত।

١٤٠٦. بَابُ الْاِجَارَةِ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ

১৪০৭. পরিচ্ছেদ ঃ দুপুর পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা

٢١٢٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَاْجَرَ اُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ غُدْوَةٍ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ فَاَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا مَالَنَا اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِى اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ

banglainternet.com

২১২৪ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা এবং উভয় আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান)-এর উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মত, যে কয়েকজন মজদুরকে কাজে নিয়োগ করে বলল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ কে করবে? তখন ইয়াহূদী কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছ যে, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টান কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল কে আছ যে, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই হলে (মুসলমানরা) তারা (যারা অল্প পরিশ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে) তাতে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হল, তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি তোমাদের প্রাপ্য কম দিয়েছি? তারা বলল না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি।

١٤٠٨. بَابُ الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

১৪০৮. পরিচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা

২১২৫ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اَبِى أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا: فَقَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِى اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ

২১২৫ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের উদাহরণ এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করল এবং বলল, দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দিবে? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর খৃষ্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে (আসর পর্যন্ত) কাজ করল। তারপর তোমরাই যারা আসরের সালাতের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম দিয়েছি? তারা বলল না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি।

١٤٠٩. بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيْرِ

১৪০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মজদুরকে পারিশ্রমিক প্রদান না করার গুনাহ্।

٢١٢٦ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

২১২৬ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)..., আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকব। তাদের এক ব্যক্তি হল, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল, তারপর তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি হল যে আযাদ মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। অপর এক ব্যক্তি হল, যে কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করল, এবং তার থেকে কাজ পুরাপুরি আদায় করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।

١٤١٠. بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

১৪১০. পরিচ্ছেদ ঃ আসর থেকে রাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা

٢١٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلٰى أَجْرٍ مَعْلُوْمٍ فَعَمِلُوْا لَهُ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالُوْا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلٰى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوْا أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوْا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوْا وَاسْتَأْجَرَ أُخَرِيْنَ بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هٰذَا، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ، فَعَمِلُوْا حَتّٰى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَالُوْا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ فَقَالَ أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ فَأَبَوْا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوْا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَذٰلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوْا مِنْ هٰذَا النُّوْرِ

banglainternet.com

২১২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিম, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের উদাহরণ এরূপ, যেমন কোন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করল। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বলল, তুমি আমাদের যে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলে তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই, আর আমরা যে কাজ করেছি, তা নিষ্ফল। সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, তোমরা এরূপ করবে না, বাকী কাজ পূর্ণ করে পুরো পারিশ্রমিক নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করল এবং কাজ করা বন্ধ করে দিল। এরপর সে অন্য দু'জন মজদুর কাজে নিযুক্ত করল এবং তাদেরকে বলল, তোমরা এই দিনের বাকী অংশ পূর্ণ করে দাও। আমি তোমাদেরকে সে পরিমাণ মজুরীই দিব, যা পূর্ববর্তীদের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম। তখন তারা কাজ শুরু করল, কিন্তু যখন আসরের সালাতের সময় হল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা যা করেছি তা নিষ্ফল, আর আপনি এর জন্য যে মজুরী নির্ধারণ করছেন তা আপনারই। সে ব্যক্তি বলল, তোমরা বাকী কাজ করে দাও, দিনের তো সামান্যই বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তারপর সে ব্যক্তি অপর কিছু লোককে বাকী দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করল। তারা বাকী দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পূর্ণ মজুরী নিয়ে নিল। এটা উদাহরণ হল তাদের এবং এই নূর (ইসলাম) যারা গ্রহণ করেছে তাদের।

١٤١١. بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ ، فَعَمِلَ فِيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ وَمَنْ عَمِلَ فِى مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

১৪১১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করার পর সে মজুরী না নিলে নিয়োগকর্তা সে ব্যক্তির মজুরীর টাকা কাজে খাটালো। ফলে তা বৃদ্ধি পেল এবং যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ কাজে লাগালো এতে তা বৃদ্ধি পেল।

٢١٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللّٰهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَ مَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ

banglainternet.com

ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُوْنَ الْخُرُوْجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الآخَرُ اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ فَاَرَدْتُهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِي فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ اُحِلُّ لَكَ اَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي اَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّي اسْتَاْجَرْتُ اُجَرَاءَ فَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الاَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَدِّ اِلَيَّ اَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَاتَرَى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَتَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ

২১২৮ আবুল ইয়ামান (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল তোমাদের সৎকার্যাবলীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না। তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ, আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়; কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহায়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করি নি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের হতে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী ﷺ বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার

খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে সংগত হতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) এল। আমি তাকে একশ' বিশ দীনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে, তাতে সে রাযী হল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সংগত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ থেকে ফিরে আসলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়ে আছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরো একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন- সম্পদ অর্জিত হল। কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু- ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রূপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ্, আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

١٤١٢. بَابُ مَنْ أُجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ

১৪১২ পরিচ্ছেদ ঃ নিজেকে পিঠে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত করে প্রাপ্ত মজুরী থেকে সাদকা করা এবং বোঝা বহনকারীর মজুরী

٢١٢٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ قَالَ مَا نَرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ

২১২৯ সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কুরায়শী (র.).... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দিলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মুদ (খাদ্য) মজুরী হিসাবে পেত (এবং তা থেকে দান করত) আর তাদের কারো কারো এখন লক্ষ মুদ্রা রয়েছে। (বর্ণনাকারী শাকীক) বলেন, আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবূ মাসউদ) নিজেকে ইঙ্গিত করেছেন।

banglainternet.com

١٤١٣. بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُوْلَ بِعْ هٰذَا الثَّوْبَ فَمَازَادَ عَلٰى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَلَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

১৪১৩. পরিচ্ছেদ ঃ দালালীর মজুরী। ইব্‌ন সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসান (র.) দালালীর মজুরীতে কোন দোষ মনে করেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এতো এতো এর উপর যা বেশী হয় তা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, এটা এত এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে, তা তোমার, অথবা তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই। নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।

٢١٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلاَ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَاقَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ، لاَيَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا

২১৩০ মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করা[১] থেকে নিষেধ করেছেন, এবং শহরবাসী, গ্রামবাসীর পক্ষে বেচা-কেনা করবে না। (রাবী তাউস (র.) বলেন, আমি জিজ্ঞসা করলাম, হে ইব্‌ন আব্বাস, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বেচা-কেনা করবে না– এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে দালাল হবে না।

١٤١٤. بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

১৪১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন (মুসলিম) ব্যক্তি নিজেকে দারুল হারবের কোন মুশরিকের মুজদুর বানাতে পারবে কি?

٢١٣١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ

banglainternet.com

১. তেজারতী কাফিলা শহরে প্রবেশের পূর্বে তাদের সঙ্গে দেখা করে শহরের প্রকৃত বাজার মূল্য গোপন করে কম মূল্যে তাদের থেকে মাল ক্রয় করে উক্ত মূল্যে শহরে তা বিক্রি করা।

اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ قَالَ وَاِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِى ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَاَقْضِيْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَفَرَاَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا

২১৬১ আমর ইব্ন হাফস (র.)....খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আমি 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের তরবারি বানিয়ে দিলাম। তার নিকট আমার পাওনা কিছু মজুরী জমে যায়। আমি পাওনা টাকার তাগাদা দিতে তার কাছে গেলাম। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে টাকা দিব না, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম আমি তা করব না, যে পর্যন্ত না তুমি মৃত্যুবরণ করবে, তারপর পুনরুত্থিত হবে। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল তাহলে তো সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও হবে। তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে আমাকে (পরকালে) আবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে (২ ঃ ৭৭)।

١٤١٥. بَابُ مَا يُعْطَى فِى الرُّقْيَةِ عَلٰى اَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَقُّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ وَقَالَ الشَّعْبِىُّ لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ اِلاَّ اَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَيَقْبَلُهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا كَرِهَ اَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَاَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ بِاَجْرِ الْقَسَّامِ بَاْسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَكَانُوْا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ

১৪১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আরব কবীলায় সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময়ে কিছু দেওয়া হলে। ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে অধিক হকদার হল আল্লাহ্র কিতাব। শা'বী (র.) বলেন, শিক্ষক কোনরূপ (পারিশ্রমিকের) শর্তারোপ করবে না। তবে (বিনা শর্তে) যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। হাকাম (র.) বলেন, আমি এমন কারো কথা শুনিনি, যিনি (শিক্ষকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করাটাকে অপসন্দ মনে করেছেন। হাসান (বাসরী) (র.) শিক্ষকের পারিশ্রমিক বাবত) দশ দিরহাম দিয়েছেন। ইব্ন সীরীন (র.) বন্টকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাতে কোন দোষ মনে করেন নি। তিনি বলেন, বিচারে ঘুষ গ্রহণকে সুহ্ত বলা হয়। লোকেরা অনুমান করার জন্য অনুমানকারীদের পারিশ্রমিক প্রদান করত।

٢١٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ
سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى
نَزَلُوْا عَلٰى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ
الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ
نَزَلُوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ
وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهِ
إِنِّيْ لَأَرْقِيْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا
لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ
صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقٰى لَا تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ
فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا
يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهٰذَا

২১৩২ আবূ নু'মান (র.).... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর একদল সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভাল হত। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল। আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেনো তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি

ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন এটা করব না, যে পর্যন্ত না আমরা নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কি হুকুম দেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি দু'আ? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নবী ﷺ হাসলেন এবং শো'বা (রা.) বলেন, আমার নিকট আবূ বিশর (র.) বর্ণনা করছেন যে, আমি মুতাওয়াক্কিল (র.) থেকে এ হাদীস শুনেছি।

١٤١٦. بَابُ ضَرِيْبَةِ الْعَبْدِ وَ تَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ

১৪১৬. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের উপর মাসুল নির্ধারণ এবং বাঁদীর মাসুলের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখা[১]

২১২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ اَوْ ضَرِيْبَتِهِ

২১৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তায়বা (রা.) নবী ﷺ-কে শিংগা লাগিয়েছিলেন। তিনি তাকে এক সা' কিংবা দু সা' খাদ্য দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করে তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দিলেন।

١٤١٧. بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ

১৪১৭ পরিচ্ছেদ ঃ শিংগা প্রয়োগকারীর উপার্জন।

২১২৪ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ

২১৩৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

২১২৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

banglainternet.com

---

১. গোলাম ও বাঁদীর মালিকের এভাবে মাসুল নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে যে, প্রতি দিন তারা মনিবকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। একে বলা হয় যারীবা।

২১৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। যদি তিনি তা অপসন্দ করতেন তবে তাকে (পারিশ্রমিক) দিতেন না।

٢١٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ

২১৩৬ আবূ নুআইম (র.)....আমর ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ শিংগা লাগাতেন এবং কোন লোকের পারিশ্রামিক কম দিতেন না।

١٤١٨. بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِىَ الْعَبْدِ اَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

১৪১৮. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির কোন গোলামের মালিকের সাথে এ মর্মে সুপারিশ করা সে যেন তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দেয়।

٢١٣٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ اَوْ مُدٍّ اَوْ مُدَّيْنِ فَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ

২১৩৭ আদম (র.).... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ শিংগা প্রয়োগকারী এক গোলামকে ডাকলেন। সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এক সা' বা দু' সা' অথবা এক মুদ বা দু' মুদ (পারিশ্রমিক) দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তার ব্যাপারে (তার মালিকের সাথে) কথা বললেন, ফলে তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দেওয়া হল।

١٤١٩. بَابُ كَسْبِ الْبَغِىِّ وَالْاِمَاءِ وَكَرِهَ اِبْرَاهِيْمُ اَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَتَيَاتِكُمْ اِمَاؤُكُمْ

১৪১৯. পরিচ্ছেদ ঃ পতিতা ও দাসীর উপার্জন। ইবরাহীম (র.) বিলাপকারিণী ও গায়িকার পারিশ্রমিক গ্রহণ মাকরূহ মনে করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের বাঁদী সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না– আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২৪ ঃ ৩৩) মুজাহিদ (র.) বলেন فَتَيَاتِكُمْ অর্থ তোমাদের দাসীরা।

banglainternet.com

٢١٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

২১৩৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, পতিতার উপার্জন এবং গণকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٣٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

২১৩৯ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (রা.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দাসীদের অবৈধ উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

١٤٢٠. بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

১৪২০. পরিচ্ছেদ ঃ পশুকে পাল দেওয়া

٢١٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

২১৪০ মুসাদ্দাদ (র.)..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পশুকে পাল দেওয়ানো বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

١٤٢١. بَابٌ اِذَا اسْتَاجَرَ اَرْضًا فَمَاتَ اَحَدُهُمَا وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَيْسَ لِاَهْلِهِ اَنْ يُخْرِجُوْهُ اِلٰى تَمَامِ الْاَجَلِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَاِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الْاِجَارَةُ اِلٰى اَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَلَمْ يُذْكَرْ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْاِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ

১৪২১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ জমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের লোকদের তাকে উচ্ছেদ করার ইখতিয়ার নেই এবং হাসান, হাকাম ও ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া (র.) বলেন, ইজারা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, নবী ﷺ অর্ধেক ফসলের শর্তে খায়বারের জমি (ইয়াহুদীদেরকে ইজারা) দিয়েছিলেন এবং এ ইজারা

banglainternet.com

নবী ﷺ-এর সময় এবং আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিক পর্যন্ত বহাল ছিল। এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর ও উমর (রা.) উক্ত জমি নতুনভাবে ইজারা দিয়েছিলেন।

٢١٤٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ

২১৪৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি (ইয়াহূদীদেরকে) এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষি কাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের প্রাপ্য হবে। ইব্‌ন উমর (রা.) নাফি' (র.)-কে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কিছু মূল্যের বিনিময়ে যার পরিমাণটা নাফি' 'নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন, কিন্তু আমার তা মনে নেই, জমি ইজারা দেওয়া হত। রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) রিওয়ায়েত করেন যে, নবী ﷺ শস্য ক্ষেত বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ (র.) নাফি'-এর বরাত দিয়ে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে (এটুকু অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা.) কর্তৃক ইয়াহূদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত (খায়বারের জমি তাদের নিকট ইজারা দেওয়া হত)।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْحَوَالَاتِ

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা[১]

١٤٢٢. بَابٌ فِى الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِى الْحَوَالَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَ قَتَادَةُ اِذَا كَانَ يَوْمَ اَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًا جَازَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِكَانِ وَاَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَاخُذُ هٰذَا عَيْنًا وَ هٰذَا دَيْنًا فَاِنْ تُوِىَ لِاَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلٰى صَاحِبِهِ

১৪২২. পরিচ্ছেদ ঃ হাওয়ালা করা। হাওয়ালা করার পর পুনরায় হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? হাসান এবং কাতাদা (র.) বলেন, যে দিন হাওয়ালা করা হল, সে দিন যদি সে মালদার হয় তাহলে হাওয়ালা জায়িয হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, দু'জন অংশীদার অথবা উত্তরাধিকারী পরস্পরের মধ্যে এভাবে বন্টন করল যে একজন নগদ সম্পদ নিল, অন্যজন সে ব্যক্তির অপরের নিকট পাওনা সম্পদ নিল। এমতাবস্থায় যদি কারো সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তবে অন্যজনের নিকট তা আবার দাবী করা যাবে না।

٢١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

২১৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্য) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

banglainternet.com

١٤٢٣. بَابٌ اِذَا اَحَالَ عَلٰى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ وَمَنْ اُتْبِعَ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

---

১. ঋণ আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَأَحَلْتَهُ عَلَى رَجُلٍ مَلِيءٍ فَضَمِنَ ذَالِكَ مِنْكَ فَإِنْ أَفْلَسْتَ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ صَاحِبَ الْحَوَالَةِ فَيَأْخُذُ عَنْهُ

১৪২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যখন (ঋণ) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন (তা মেনে নেওয়ার পর) তার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার নেই। যখন কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় সে যেন তা মেনে নেয় এর অর্থ হলো যদি কারোর তোমার কাছে কোনকিছু পাওনা থাকে আর তুমি তা কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করে থাক এবং সে তোমার পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে তারপর যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও তবে প্রাপক হাওয়ালা গ্রহণকারী ব্যক্তির অনুসরণ করবে এবং তার থেকে পাওনা উশুল করবে।

٢١٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

২১৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, ধনী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যাকে (তার পাওনার জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা মেনে নেয়।

١٤٢٤. بَابٌ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

১৪২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির ঋণ কোন জীবিত ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা জায়িয

٢١٤٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

banglainternet.com

২১৪৪. মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)....সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করে দিন। নবী ﷺ বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আপনি জানাযার সালাত আদায় করে দিন। তিনি বলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? বলা হল হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বললেন, তিনটি দীনার। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল।। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযা আদায় করুন। তিনি বলেন, সে কি কিছু রেখে গেছে। তারা বললেন না। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বললেন তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির সালাত তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করুন, তার ঋণের জন্য আমি দায়ী। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

banglainternet.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كتاب الكفالة

অধ্যায় ঃ যামিন হওয়া

١٤٢٥. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك

banglainternet.com

وَسَأَلْتَنِيْ شَهِيْدًا فَقُلْتُ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا فَرَضِيَ بِكَ وَاِنِّيْ جَهَدْتُ اَنْ اَجِدَ
مَرْكَبًا اَبْعَثُ اِلَيْهِ الَّذِيْ لَهُ فَلَمْ اَقْدِرْ وَاِنِّيْ اَسْتَوْدِعُكَهَا فَرَمٰى بِهَا فِيْ
الْبَحْرِ حَتّٰى وَلَجَتْ فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ اِلٰى
بَلَدِهٖ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ اَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْجَاءَ بِمَالِهٖ فَاِذَا
بِالْخَشَبَةِ الَّتِيْ فِيْهَا الْمَالُ فَاَخَذَهَا لِاَهْلِهٖ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ
وَالصَّحِيْفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِيْ كَانَ اَسْلَفَهُ فَاَتٰى بِالْاَلْفِ دِيْنَارٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ
جَاهِدًا فِيْ طَلَبِ مَرْكَبٍ لِاٰتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ اَتَيْتُ فِيْهِ
قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ اِلَيَّ شَيْئًا قَالَ اُخْبِرُكَ اَنِّيْ لَمْ اَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ
جِئْتُ بِهٖ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَدّٰى عَنْكَ الَّذِيْ بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرَفَ
بِالْاَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا

১৪২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ ও দেনার ব্যাপারে দেহ এবং অন্য কিছুর যামিন হওয়া। আবূ যিনাদ (র.) মুহাম্মদ ইব্ন হামযা ইব্ন আমর আসলামী (র.)-এর মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) তাকে সাদকা উশুলকারী নিযুক্ত করে পাঠান। সেখানে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচার করে বসল। তখন হামযা (র.) কিছু লোককে তার পক্ষ হতে যামিন স্থির করলেন। পরে তিনি উমর (রা.)-এর নিকট ফিরে আসলেন। উমর (রা.) উক্ত লোকটিকে একশ' বেত্রাঘাত করলেন এবং লোকদের বিবরণকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। তারপর লোকটিকে তার অজ্ঞতার জন্য (স্ত্রী দাসীর সাথে যৌন সম্ভোগ করা যে অবৈধ তা সে জানত না) অব্যাহতি দেন। জরীর ও আশআছ (র.) মুরতাদ-ধর্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে বলেন, তাদেরকে তাওবা করতে বলুন এবং তাদের পক্ষ হতে কাউকে যামিন গ্রহণ করুন। ধর্মচ্যুতরা তাওবা করল এবং তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের যামিন হয়ে গেল। হাম্মাদ (র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি যামিন হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। হাকাম (র.) বলেন, তার উপর দায়িত্ব থেকে যাবে (অর্থাৎ ওয়ারিসদের উপর সে দায়িত্ব বর্তাবে)। লায়স (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণ দাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তারপর (ঋণ দাতা) বলল, তা হলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে

লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ্! তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলে ছিলাম সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তাতেও সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল। এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তাহা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে এসে হাযির হল। এবং বলল, আল্লাহ্র কসম আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ্ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল।

١٤٢٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

১৪২৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দিবে (৪ ঃ ৩৩)।

٢١٤٥ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِدْرِيْسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْاَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ» : وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصٰى لَهُ

banglainternet.com

২১৪৫ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আয়াতে مَوَالِيَ শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। আর وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিনি (ইব্‌ন আববাস রা.) বলেন, মদীনায় মুহাজিরদের নবী ﷺ-এর কাছে আগমনের পর নবী ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন, তার ভিত্তিতে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হত, কিন্তু আনসারদের আত্মীয়-স্বজনরা ওয়ারিস হত না। যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এ আয়াত নাযিল হল, তখন اَلَّذِيْنَ عَقَدَتْ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর তিনি আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও আদেশ-উপদেশের হুকুম বাকী রয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য মীরাছ বা উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের জন্য ওসীয়াত করা যেতে পারে।

٢١٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ

২১৪৬ কুতায়বা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্‌ন রাবী' এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন।

٢١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْاِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِي دَارِيْ

২১৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র.).... আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌঁছেছে যে নবী ﷺ বলেছেন, ইসলামে হিল্‌ফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই? তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার ঘরে কুরায়শ এবং আনসারদের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

١٤٢٧. بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ حَسَنٌ

banglainternet.com

১৪২৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির ঋণের যামানত গ্রহণ করে, তবে তার এ দায়িত্ব প্রত্যাহারের ইখ্‌তিয়ার নেই। হাসান (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٢١٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

২১৪৮ আবূ আসিম (র.)....সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ -এর কাছে সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের সাথীর সালাতে জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তার ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٢١٤٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِىْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِىْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ وَ قَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا

২১৪৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তা হলে আমি তোমাকে এতো এতো দেব। কিন্তু নবী ﷺ -এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌঁছায়নি। পরে যখন বাহরাইনের মাল পৌঁছল, আবূ বকর (রা.)-এর আদেশে ঘোষণা করা হল, নবী ﷺ -এর নিকট যার অনুকূলে কোন প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, নবী ﷺ আমাকে এতো এতো দিবেন বলেছিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) আমাকে এক অঞ্জলী ভরে দিলেন, আমি তা গণনা করলাম এতে পাঁচ শ' ছিল। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ নিয়ে নাও।

banglainternet.com

١٤٢٨. بَابُ جِوَارِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَقْدِهِ

১৪২৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর যুগে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক (মুশরিকদের) নিরাপত্তা দান এবং তার চুক্তি সম্পাদন।

٢١٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ أَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَخْرَجَنِيْ قَوْمِيْ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَسِيْحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّيْ قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ فَطَافَ فِيْ أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ أَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَآمَنُوْا أَبَا بَكْرٍ وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا قَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِيْ بَكْرٍ ، فَطَفِقَ أَبُوْ بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلٰوةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِيْ غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِيْ بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِيْنَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ، فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَرْسَلُوْا إِلَى ابْنِ

banglainternet.com

الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ وَاِنَّهُ جَاوَزَ
ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَاَعْلَنَ الصَّلٰوةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَفْتِنَ اَبْنَاءَ نَا
وَنِسَاءَ نَا فَأْتِهِ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ فَعَلَ ، وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُعْلِنَ
ذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلاَنَ،
قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اَبَابَكْرٍ ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِيْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا اَنْ
تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ ، وَاِمَّا اَنْ تَرُدَّ اِلَيَّ ذِمَّتِيْ فَاِنِّيْ لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّيْ اُخْفِرْتُ فِيْ
رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنِّيْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَاَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ
لاَبَتَيْنِ ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَرَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اِلٰى اَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا
فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِيْ، قَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ
بِاَبِيْ اَنْتَ ، قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ
رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ

২১৫০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.)...নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সে দিন থেকেই আমি আমার পিতা–মাতাকে দীনের অনুসারী হিসাবেই পেয়েছি। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আবূ সালিহ্ (র.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার পিতা, মাতাকে দীন ইসলামের অনুসারী রূপে পেয়েছি এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি, যে দিনের দু' প্রান্ত সকাল–সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসেন নি। যখন মুসলিমগণ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন তখন আবূ বকর (রা.) হাবশা (আবিসিনিয়া) অভিমুখে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন তিনি বারকুল গিমাদ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন ইব্ন দাগিনা তার সাথে সাক্ষাত করল। সে ছিল কা'রা গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবূ বকর! আপনি কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছেন? আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্ন দাগিনা বলল, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদারী করেন এবং

দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনার আশ্রয়দাতা। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং নিজ শহরে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। তারপর ইব্‌ন দাগিনা আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। সে কাফির কুরায়শদের যারা নেতা তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং তাদেরকে বলল, আবূ বকর (রা.)-এর মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে বহিষ্কার করতে চান, যে নিঃস্বকে সাহায্য করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করে, মেহমানের মেহমানদারী করে এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করে। আবূ বকর (রা.)-কে ইব্‌ন দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরায়শরা মেনে নিল এবং তারা আবূ বকর (রা.)-কে নিরাপত্তা দিয়ে ইব্‌ন দাগিনাকে বলল, আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানে যেন সালাত আদায় করেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা যেন পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরকে কোন কষ্ট না দেন এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে সালাত ও তিলাওয়াত না করেন। কেননা, আমরা আশংকা করছি যে, তিনি (প্রকাশ্যে এ সব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত না করেন। ইব্‌ন দাগিনা এসব কথা আবূ বকর (রা.)-কে বলল। আবূ বকর (রা.) নিজ বাড়ীতেই তার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, নিজ বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। কিছু দিন পর আবূ বকর (রা)-এর মনে অন্য এক খেয়াল উদয় হল। তিনি নিজ ঘরের আংগিনায় একটি মসজিদ বানালেন এবং বেরিয়ে এসে সেখানে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাদের কাছে তা ভাল লাগত এবং তাঁর প্রতি তারা তাকিয়ে থাকত। আবূ বকর (রা.) ছিলেন অতি ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এতে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঘাবড়িয়ে গেল। তারা ইব্‌ন দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে তাদের কাছে আসার পর তারা তাকে বলল, আমরা তো আবূ বকর (রা.)-কে এই শর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লংঘন করে নিজ গৃহের আংগিনায় মসজিদ বানিয়েছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। এতে আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত করবেন। কাজেই আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি যদি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত সীমাবদ্ধ রাখতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এসব করতে চান তবে আপনি তাঁকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা যেমন আপনার সাথে আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ পসন্দ করি না, তেমনি আবূ বকর (রা.) প্রকাশ্যে ইবাদাত করাটা মেনে নিতে পারি না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, তারপর ইব্‌ন দাগিনা আবূ বকর (রা.) এর নিকট এসে বলল, যে শর্তে আমি আপনার যিম্মাদারী নিয়ে ছিলাম, তা আপনার জানা আছে। হয়ত আপনি সে শর্তের উপর সীমাবদ্ধ থাকুন, নয়ত আমার যিম্মাদারী আমাকে ফেরত দিন। কেননা, কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তার চুক্তি করার পর আমার পক্ষ থেকে তা ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন একটা কথা আরব জাতি শুনতে পাক তা আমি আদৌ পসন্দ করি না। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আপনার যিম্মাদারী ফেরত দিচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট। এ সময় রাসূলুল্লাহ্

ﷺ মক্কায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মুসলিমগণকে) বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি কংকরময় স্থান দেখলাম, যা' দু'টি প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এ কথা বললেন, তখন যারা হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকেই হিজরত করলেন। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করছিলেন তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকে ফিরে গেলেন। আবূ বকর (রা.)-ও হিজরতের জন্য তৈরী হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন। কেননা, আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কি আশা করেন যে, আপনি অনুমতি পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে (আবিসিনিয়ায় হিজরত থেকে) বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল, তাদেরকে চার মাস ধরে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

٢١٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

২১৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মত মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ্ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোন মু'মিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার ওয়ারিসদের জন্য।

banglainternet.com